আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শহিদদের প্রতি ভ্যানগার্ডের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা

MONTHLY VANGUARD

ভ্যানগার্ড

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র : ফেব্রুয়ারি ২০২০ : দাম-দশ টাকা

পাটশিল্পের অন্তিম যাত্রা : ফেরার পথ কী পৃষ্ঠা-৭

শ্রমিকের অধিকারসমূহ সংগ্রামের পথেই আদায় করতে হবে পৃষ্ঠা-৮

অধ্যাপক অজয় রায় বড় মাপের মানুষ ছিলেন পৃষ্ঠা-১১

Website : www.vanguardonline.info Party Website : www.spb.org.bd /Socialist-Party-of-Bangladesh

শাসকদের নতজানু অবস্থানের কারণেই সীমান্ত হত্যা আজ গণহত্যায় পরিণত

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার প্রতিবাদে ঢাকায় বাসদের প্রতিবাদ

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক একের পর এক বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার বিচারের দাবিতে এবং বাংলাদেশী শাসকদের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির প্রতিবাদে ২৫ জানুয়ারি '২০ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় বর্ধিত পাঠচক্রের সদস্য ও নারায়ণগঞ্জ জেলা সমন্বয়ক নিখিল দাস, ঢাকা মহানগর বাসদ এর সদস্যসচিব জুলফিকার আলী, নগর বাসদনেতা খালেকুজ্জামান লিপন ও ইমরান হাবিব রুমন। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ অন্যায় হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। গত ২৫ দিনেই বাংলাদেশের ১৭ জন নাগরিককে সীমান্তে হত্যা করা হয়েছে। বিগত ১৯ বছরে প্রায় এক হাজার পাঁচ শ নাগরিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে আহত হয়েছে আরও অধিক। এখন পর্যন্ত কোন হত্যাকাণ্ডেরই বিচার হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে এটা নিয়ে ভারতের ওপর তেমন কোন চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে না। যেমন : ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি সমীর মিত্র বলেছেন, এটা নিয়ে তাদের ওপর তেমন কোন চাপ নেই। সীমান্ত হত্যা নিয়ে দুদেশের সরকারি পর্যায়ে শীর্ষ বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা এবং বিজিবি বিএসএফ সম্মেলনে বার বার আলোচনা হলেও হত্যা বন্ধ হচ্ছে না। ২০১১ সালে কুড়িগ্রাম সীমান্তে বহুল আলোচিত ফেলানী হত্যাকাণ্ডের বিচারও আইনি প্রক্রিয়ায় ঝুলে আছে। এই হত্যাকাণ্ড এযাবৎকালের বিএসএফ কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের প্রথম বিচার প্রক্রিয়া।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৬ ফেব্রুয়ারি '১৯ ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম 'আজকাল'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর মতো বলে অভিহিত করেন। যা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জন্য খুবই লজ্জাজনক। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে বৈঠকের পর ঢাকায় ফিরে এসে ৯ আগস্ট '১৯ বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান

বলেছেন, ভারত সীমান্তের পুরোটাই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করতে চায়। এর মধ্যদিয়ে ভারত সরকারের মনোভাব নতুন করে উন্মোচিত হলো। এর পর গত ২৩ জানুয়ারি ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, এই দুই দেশের সম্পর্ক 'রাখি বন্ধনে' আবদ্ধ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মৃত্যুর হিসেব বিশ্বের অন্যতম প্রাণঘাতী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। দেশবাসীর প্রশ্ন কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে, সীমান্তে গুলি করে মানুষ হত্যা করে কেমন বন্ধুত্বের নজির স্থাপন করছে ভারত? বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে চার হাজার ৯৬ কিলোমিটার সীমান্তের বেশিরভাগ এলাকাই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া। অন্যদিকে বাংলাদেশের উপকূলে ২০টি রাডার স্থাপনের জন্য ৫ অক্টোবর '১৯ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে কোস্টাল সার্ভিলেন্স রাডার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ স্থাপনের বিষয়ে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়। যে রাডারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে ভারতের হাতে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানি থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত রাখা, বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি দূরে উদ্যোগহীনতা ইত্যাদি থাকলেও বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন শাসকশ্রেণি ভারতের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ক্ষমতার মসনদে আসীন হওয়ার জন্যই কখনো দেশ ও জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এ বিষয়গুলো নিয়ে কোন কথা বলে না। বরং দেশ ও জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভারতের স্বার্থে একের পর এক চুক্তি করে যাচ্ছে। তিস্তার পানি না পেলেও ফেনী নদীর পানি দিয়ে আসতে তাদের কোন অসুবিধাই হয়নি।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সীমান্তে একের পর এক এই হত্যাকাণ্ড ভারতীয় শাসকশ্রেণির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতিরই প্রতিফলন। গরু ব্যবসায়ী বা চোরাকারবারী দমনের জন্য ভারত এসব করছে দাবি করা হলেও, প্রথমত ব্যবসা বা বিনিময়তো এক পক্ষে হয় না, ভারতের লোকজনও যুক্ত এতে, কিন্তু নিজের দেশের চোরাকারবারীদের দমন না করে নির্বিচারে সীমান্ত থেকে ১০/২০ কিলোমিটার ভেতরে বিএসএফ কর্তৃক গুলি করে মানুষ হত্যা করা গণহত্যারই শামিল বলে মন্তব্য করেন নেতৃবৃন্দ। অথচ দুই দেশের আইনেই বলে, যদি কেউ চোরাচালানের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে তাদের প্রচলিত আইনে গ্রেপ্তার ও বিচার করা, কিন্তু তা না করে গুলি করে মানুষ হত্যা করা অসাংবিধানিক ও মানবতা বিরোধী কাজ।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সীমান্ত হত্যার বিচার ও সীমান্ত হত্যা বন্ধের জোর দাবি জানান এবং ভারতের আগ্রাসী নীতি এবং বাংলাদেশের শাসকদের নতজানু পররাষ্ট্রনীতি পরিহারের দাবিতে দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।